শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন
কেন্দ্র

দৈনিক বাংলা

016

23 MAR 1987

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

গণিত ঃ অংক কষে ফল মেলাতে যাবেন না

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

অংক কষে বইয়ের সঙ্গে উত্তর মেলাতে চেষ্টা করবেন না। তা হলে ঠকতে হবে। বইয়ের সব ফলই যে আপনাদের উত্তরের সঙ্গে মিলবে এমন কোন গ্যারান্টি নেই।

টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমিক পর্যায়ের অংক বই, নেড়েচেড়ে আমার এ অভিজ্ঞতা জন্মেছে। শুধু আমার নয়, এ অভিজ্ঞতা রয়েছে শিক্ষার্থীর, শিক্ষকের ও অভিভাবকের।

শুধু অংক ভুল বা ফল ভুল নয়। বইয়ে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর ব্যাখ্যা পরিষ্কার অথবা স্বচ্ছ নয়।

ছাত্র-ছাত্রীরা এসব পড়ে বিব্রত বোধ করতে পারে। তাদের নিজেদের মেধার প্রতি সন্দেহ জাগাও অস্বাভাবিক নয়।

এ প্রসঙ্গে গণিত বইয়ের বিভাজ্যতা, মৌলিক সংখ্যা (পৃষ্ঠা ৬-৭), মূলদ ও অমূলদ সংখ্যা, (পৃষ্ঠা ২৬-২৭) ও পরম মান (পৃষ্ঠা-১৩৮-১৩৯) বিষয়গুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

বইটিতে বিভাজ্যতার ধর্ম সম্পর্কে যে আলোচনা বা বীজগাণিতিক

(৭-এর পৃঃ দ্রঃ)

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

(প্রথম পৃঃ পর)

সূত্র দেয়া হয়েছে তা স্বচ্ছ নয়।

মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার আলোচনায় উদাহরণ দিয়ে এসব সংখ্যা কি রকমের বোঝানো হয়েছে। কিন্তু মূলদ ও অমূলদ সংখ্যার জন্যে কোন সংজ্ঞা দেয়া হয়নি। এর ফলে এ সম্পর্কে ছাত্র ছাত্রীদের ধারণা অস্পষ্ট থেকে যাবে। এ দুরকম সংখ্যা চেনার উপায় কি তাও বইয়ে পরিষ্কার ভাবে কিছু বলা হয়নি।

পরম মান সম্পর্কে গণিতে যে সংজ্ঞা সূত্রাকারে দেয়া হয়েছে তাও শিক্ষার্থীদের জন্যে সহজবোধ্য নয়। কোন সংখ্যার পরমমান আসলে কি তাই এখানে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা না করে বা শিক্ষার্থীদের জন্যে বোধগম্য করে না লিখে বীজগাণিতিক সূত্র বা প্রমাণ দেয়া হয়েছে।

অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে আমি জিজ্ঞেস করে দেখেছি, পরমমান কি তা তারা বোঝে না। অথচ বইয়ের ধরাবাঁধা ছক ধরে তারা সমতা, অসমতার অংক করে যাচ্ছে। এ থেকে স্পষ্ট, বই পড়ে বিষয়টি সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট বা স্বচ্ছ কোন ধারণা জন্মেনি।

এছাড়া পরিসংখ্যান ও জ্যামিতি অধ্যায়ে গড়ের দ্বিতীয় তৃতীয় সূত্র সম্পর্কে বীজগাণিতিক যেরূপ বইয়ে দেয়া হয়েছে তারও কোন দরকার ছিল না। কারণ এটি মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের জন্যে বোধগম্য নয়। এই রূপ দুটি শিক্ষার্থীদের কাছে 'গ্রীক' মনে হবে। পান্ডিত্য প্রকাশ ছাড়া এর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে বোধ হয় না।

এবারে আসি প্রশ্ন ভুল বা ফল ভুল প্রসঙ্গে। বইটির এতো ভুল চোখে পড়েছে যে বলা যেতে পারে এ বই ভুলের সাগর।

এর কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। বইটির পাটীগণিত অংশে ২ প্রশ্নমালার ২৭, ৫৬, ৫২, ৫৪, নম্বর, প্রশ্নমালা ১.২-এর ২২ নম্বর, ৪.২ প্রশ্নমালার ১০ নম্বর, ৬.১ প্রশ্নমালার ১, ২(ক), ২(খ), ৩, ৪(ক), ৪(খ), ৫(ক), ৫(খ) নম্বর, ৬.২ প্রশ্নমালার ৭(ক), ১ নম্বর অংকগুলোর ফল ভুল।

বীজগণিত অংশে ১.২ প্রশ্নমালার ৭(৪), ২.২ প্রশ্নমালার ১(৩), ৩.০ প্রশ্নমালার ৮, ৩.৬ প্রশ্নমালার ১৪ নম্বর অংকের ফল ভুল।

প্রশ্ন ভুলের উদাহরণ পাওয়া যাবে গণিতের ৪.২ প্রশ্নমালার ২৪ নম্বর, ও বীজগণিতের অংশে প্রশ্নমালা ৫-এর ১৩ নম্বর ও ৩.৩ প্রশ্নমালার ১৪ নম্বর অংকে। বইয়ে এ জাতীয় ভুলের কমতি নেই।

মুদ্রণ প্রমাদের দোহাই দিয়ে এসব ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। কারণ আমি বিভিন্ন প্রেস থেকে মুদ্রিত বইয়ের কপি নিয়ে দেখেছি যে প্রায় একই রকম ভুল এসব বইয়ে রয়েছে।

এ থেকে একথা স্পষ্ট যে বইগুলো পুনর্মুদ্রণের আগে মূল পান্ডুলিপির সঙ্গে বইটি মিলিয়ে দেখা হয়নি। আর যদি মিলিয়ে দেখা হয়ে থাকে তবে মূল পান্ডুলিপিতেই ভুল রয়ে গেছে।

কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক আমাকে জানিয়েছেন, বইটির পরিমার্জনা জরুরি। বিভিন্ন বিষয়ও পুনর্লিখিত হওয়া উচিত।

প্রসঙ্গত, বইটির রচয়িতা মোঃ আনওয়ার আলী, জাফর আলী খান ও খান কলিমুল্লাহ। সম্পাদনা করেছেন বাংলাদেশ গণিত সমিতি মনোনীত সম্পাদনা পরিষদের সদস্য ডঃ মোঃ রমজান আলী সরদার, আ ম ম শহীদুল্লাহ সিদ্দিকী, শ্বর হালদার, আবদুল হাকিম মোল্লা, ফরিদা আখতার, ডঃ মনিরুর রহমান চৌধুরী, শামসুল হক মোল্লা, মোঃ সেকেন্দার আলী, সৈয়দ সিরাজুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ ও আ ফ ম খোদাদাদ খান।

পুনশ্চ ঃ বইটি বিক্রির জন্য নিযুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান বাণী-ভবন, ৩৮ বাংলাবাজার-এর আকিম প্রেস থেকে ছাপা এ বছরের গণিত বইটি আমার সামনে রয়েছে। এর টাইটেল পৃষ্ঠাটিতেই (অর্থাৎ বই খুললেই প্রথম যে পৃষ্ঠাটি আসবে) মুদ্রণ প্রমাদ রয়েছে তিনটি। এই হচ্ছে বোর্ডের বইয়ের নমুনা।